প্রথম আলো

তারিখ ... 30 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...2...

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আন্দোলন

# বেঁধে দেওয়া সময় আজ শেষ, ফের আন্দোলনের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

পৃথক বেতনকাঠামোর জন্য দ্রুত একটি কমিশন গঠন এবং অষ্টম বেতন স্কেলে গ্রেড সমস্যা নিরসনের জন্য সরকারকে আজ শুক্রবার পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিলেন আন্দোলনরত সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দাবি পূরণের বিষয়ে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বেতনবৈষম্য নিরসন-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিও কোনো বৈঠক করতে পারেনি।

এমন পরিস্থিতিতে ঘোষণা অনুযায়ী আবারও আন্দোলনে যাচ্ছেন শিক্ষকেরা। দাবি পূরণ না হলে ১ নভেম্বর থেকে শিক্ষকেরা লাগাতার কর্মবিরতি শুরু করার কথা বলছেন। পৃথক বেতনকাঠামো ও গ্রেড সমস্যা নিরসনের দাবিতে প্রায় পাঁচ মাস ধরে আন্দোলন করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব এ এস এম মাকসুদ কামাল গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁরা আগামীকাল শনিবার পর্যন্তও দেখবেন। এরপর ১ নভেম্বর সকাল ১০টায় ফেডারেশনের সাধারণ সভায় পরবর্তী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। তবে তিনি বলেন, তাঁরা মনে করেন, সরকার তাঁদের 'ন্যায্য' দাবি মেনে নেবেন।

সরকারের একজন মন্ত্রী *প্রথম আলোকে* বলেন, সরকার শিক্ষকদের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে। কিন্তু এরই মধ্যে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল পুনর্বহালের দাবিতে ২৬টি বিসিএস ক্যাডারের কর্মকর্তারাও আন্দোলন শুরু করেছেন। ফলে এ নিয়ে বেশ জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকনেতা *প্রথম আলোকে* বলেন, দাবির বিষয়ে তাঁরা কোনো ছাড় দেবেন না। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতিগুলোও নিজেদের মধ্যে সভা করে কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করছে।

এ রকম পরিস্থিতিতে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, আশা করা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মর্যাদা ও সম্মান রেখেই একটি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। এ জন্য শিক্ষকদের প্রতি অনুরোধ, তাঁরা যেন ক্লাস-পরীক্ষা চালিয়ে যান।

আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের ১৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ৬ অক্টোবর শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিল। ওই বৈঠক শেষে শিক্ষকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেছিলেন, তিনি শিক্ষকদের দাবিগুলো শুনেছেন, এখন শিক্ষা পরিবারের সদস্য হিসেবে তিনি এসব দাবি বেতনবৈষম্য নিরসন-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে তুলে ধরবেন। কমিটির আহ্বায়ক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত দেশে ফিরলে শিগগিরই কমিটির সভা হবে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অর্থমন্ত্রী এ মাসের মাঝামাঝি যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে দেশে ফেরেন। কিন্তু গতকাল পর্যন্ত ওই কমিটির কোনো সভা হয়নি।